রাকসু: দুই দফা দাবিতে প্রশাসন ভবনের সামনে শাখা ছাত্রদলের অবস্থান

রাবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ১৪:৪৪, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ছবিঃ জনকণ্ঠ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট নির্বাচনে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি করাসহ দুই দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আজ দুপুর থেকে প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান করছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে তারা এ কর্মসূচি শুরু করেছেনন। এ প্রতিবেদন লিখার সময় পর্যন্ত তাদের এ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

তাদের অপর দাবি হলো ,গতকাল রাকসু কার্যালয়ের সামনে নারী শিক্ষার্থীদের হেনস্তা ও পরিকল্পিতভাবে মব সৃষ্টি করে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্ন করার অপচেষ্টার প্রতিবাদ।

এ সময় তারা, ‘প্রথমবর্ষ ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘দিতে হবে দিয়ে দাও, প্রথমবর্ষের ভোটাধিকার’, ‘আমার বোন আহত কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘জিয়ার সৈনিক, এক হও লড়াই করো’, ‘জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

কর্মসূচিতে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘গতকাল রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কমসূচি ছিল। পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছি উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব শিবির সহ তাদের বানানো তিনটি সংগঠনকে ১৫ লাখ টাকা দিয়েছে ছাত্রদলের ওপর হামলা করার জন্য। কালকের সেই হামলায় আমাদের ১০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে, আমাদের নারী বোনদের হেনস্থা করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে এবার প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই। আমদের এই সহজ দাবি মেনে নিতে প্রশাসনের সমস্যা কোথায়’।

ছাত্রদলের টাকা দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীবের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি কল কেটে দেন।

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করে ছাত্রদল। হঠাৎ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সোয়া ১০টার দিকে কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের চেয়ার ভাঙচুর ও টেবিল উল্টে দেন। পরে সাড়ে ১০টার দিকে কার্যালয়ের ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন তারা। এমন পরিস্থিতিতে শেষদিনের মনোনয়নপত্র বিতরণের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে। পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মারসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র তুলতে আসলে তাদের ঘিরে ধরেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। পরে দুপুর ১২টার পর

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কয়েকজন সমন্বয়কদের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের একটি দল ঘটনাস্থলে আসে। উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে একে অপরকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় দফায় দফায় ধস্তাধস্তি ও বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কার্যালয়ের ফটকে ছাত্রদলের দেওয়া তালা ভেঙে ফেলেন। এরপরও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ফটকে অবস্থান নেন। পরে দুপুর ১ টার দিকে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা মনোনয়নপত্র তুলতে আসলে ছাত্রদলের সঙ্গে আরেক দফা ধস্তাধস্তি হয়। তাদের প্রতিবাদের মুখে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা রাকসু কার্যালয়ের ফটক ছেড়ে পাশে অবস্থান নেন। চার ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দুপুর ২টার দিকে মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সন্ধ্যায় সবপক্ষকে নিয়ে আলোচনা সভায় বসে নির্বাচন কমিশন। তবে সেই বৈঠক ওয়াকআউট করে ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট ও ছাত্র অধিকার পরিষদ।

আবির